দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 21 MAY 2013 ...
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ২ ...

৮ | সম্পাদকীয়

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মান ও ভর্তি বিড়ম্বনা

পহেলা জুলাই হইতে পাঠদানের পরিকল্পনা লইয়া কলেজগুলিতে উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু হইয়াছে। ইতোমধ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ভর্তির নীতিমালাও চূড়ান্ত করিয়া দিয়াছে। নীতিমালায় বলা হইয়াছে, ভর্তির জন্য পূর্বের মতোই কোনো বাছাই পরীক্ষা থাকিবে না। কেবল শিক্ষার্থীর এসএসসি বা সমমান পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে ভর্তি করা হইবে। রেকর্ডসংখ্যক শিক্ষার্থী এই বৎসর এসএসসি পাস করিয়াছে। ফলে সকল শিক্ষার্থী কলেজে ভর্তির সুযোগ পাইবে কিনা এবং সর্বোপরি কাঙ্ক্ষিত ভালো কলেজে আসন মিলিবে কিনা তাহা লইয়া অনেকেই উদ্বিগ্ন। সংবাদমাধ্যমগুলিতেও ফলাও করিয়া এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রকাশিত হইতেছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় অবশ্য আশ্বস্ত করিয়া জানাইয়াছে যে, এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণরা সকলেই একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি হইবার পরেও দেশের বিভিন্ন কলেজে প্রায় দেড় লক্ষ আসন খালি থাকিবে। তবে, সুনামসম্পন্ন কলেজের আসনসংখ্যা সীমিত হওয়ায় সবাই কাঙ্ক্ষিত কলেজে ভর্তি হইতে পারিবে না। ফলত, জিপিএ'র মেধাক্রম অনুসারে ভর্তির বিধান জারি থাকিলেও উচ্চমানসম্পন্ন ভালো কলেজে ভর্তির জন্য শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের দৌড় শুরু হইয়া গিয়াছে।

শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যাপক অগ্রগতি সত্ত্বেও ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, সকল কলেজে পাঠদানের মান সমান নয়। সরকারি এবং বেসরকারি কলেজের মধ্যে যেমন ফারাক রহিয়াছে, তেমনই ফারাক রহিয়াছে গ্রাম ও শহরাঞ্চলের কলেজগুলির মধ্যে। ফলে, অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছে ভর্তির প্রতিযোগিতা; সুনামসম্পন্ন কলেজগুলিতে সন্তানকে ভর্তি করিয়া অভিভাবকগণ নিশ্চিন্ত থাকিতে চাহেন। কিন্তু, অন্যদিক হইতেও বিষয়টি বিবেচনা করা যাইতে পারে: ভালো ও সুনামসম্পন্ন কলেজগুলিতে মেধাবী এবং সাধারণভাবে সচ্ছল ঘরের শিক্ষার্থীরাই ভর্তির সুযোগ পায়, শিক্ষার সুযোগ-সুবিধাও তাহারাই বেশি ভোগ করে। ফলে, প্রত্যাশিতভাবেই তাহারা ভালো ফলাফলও করে। আর নিম্ন মেধাসম্পন্ন এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অভাবী ঘরের সন্তানেরা মফঃস্বল ও গ্রামের অখ্যাত কলেজগুলিতে আসিয়া ভিড় করে। ফলে সদিচ্ছা থাকিলেও অনেক কলেজের পক্ষে ভালো ফলাফল দেখানো সম্ভব হয় না। আর এই দুষ্টচক্রের কারণে, ভালো কলেজ মানেই ভালো ফলাফল- এরূপ প্রচলিত ধারণার অচলায়তনও ভাঙ্গিতেছে না।

কিন্তু একটি দেশের শিক্ষা ক্ষেত্রের সার্বিক মানোন্নয়নের কথা বিবেচনায় রাখিলে কেবল গুরুত্বপূর্ণ শহরে ছড়াইয়া-ছিটাইয়া থাকা কতিপয় খ্যাতিমান কলেজের দিকে নজর বদ্ধ রাখিলেই চলে না। সকল কলেজের শিক্ষার্থীর মঙ্গলের কথাই ভাবিতে হয়। আমরা বলিব না যে, মফঃস্বল ও গ্রামের কলেজগুলিতে খুবই ভালো পড়ালেখা হয়। বাস্তবতা হইল, পড়ালেখা ভালো হয় না। তবে ইহাও জোর দিয়া বলা যায় যে, সদিচ্ছা থাকিলে সকল কলেজেই উন্নত পড়ালেখা ও সন্তোষজনক ফলাফল নিশ্চিত করা সম্ভব। আর আজকের প্রতিযোগিতাময় দুনিয়ায় তাহা করা জরুরিও বটে। সরকার এবং কলেজ কর্তৃপক্ষের যেমন ভালো ফলাফল ও মানসম্পন্ন পড়ালেখার দেখভাল দায়িত্বসহকারে করিতে হইবে, কলেজে শিক্ষার উন্নত পরিবেশ বজায় রাখিতে হইবে, তেমনই মেধাবী শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকদেরও কর্তব্য খ্যাতিমান কলেজের পিছনে না ছুটিয়া আশেপাশের কলেজগুলির উপর ভরসা রাখা। মেধাবীরা তুলনামূলকভাবে মন্দ কলেজে ভর্তি হইলে সেইসব প্রতিষ্ঠানের রেজাল্টও ভাল হইতে পারে। আবার সব প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়ার মান যখন সন্তোষজনক হইবে, তখন ভর্তিচ্ছুদের নামকরা কলেজ খুঁজিয়া পেরেশান হইতে হইবে না। কাজেই মানোন্নয়ন দরকার সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের।